মেহেরপুরে আন্তঃ শেখ কামাল স্কুল ও মাদ্রাসা অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

মেহেরপুরে আন্তঃ শেখ কামাল স্কুল ও মাদ্রাসা অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকালের দিকে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, বেলুন ও কবুতর উড়িয়ে মেহেরপুর জেলা পর্যায়ে শেখ কামাল আন্তঃ স্কুল ও মাদ্রাসা অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) লিউজা-উল জান্নাহ’র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত জেলা প্রশাসক ড.মুহাম্মদ মুনসুর আলম খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আজমল হোসেন।

সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাজেদুল ইসলামের সঞ্চালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক লিংকন বিশ্বাস, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ ওবায়দুল্লাহ, এনডিসি গোলাম রাব্বানী, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রনি খাতুন, রিফাত জাহান, আবির হোসেন, সুমাইয়া জাহান ঝুরকা, জেলা ক্রীয়া অফিসার আরিফ আহমেদ, জেলা শিক্ষা অফিসের গবেষণা কর্মকর্তা আখতারুজ্জামান, সদর উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার আনারুল ইসলাম, আশরাফপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাজউদ্দীন প্রমুখ।

জেলা পর্যায়ে খেলায় ৩ উপজেলার প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অর্জনকারীরা অংশগ্রহণ করছে।

# [redacted] [redacted] [redacted]-[redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [

গাংনীতে জাতীয় জলাতঙ্ক নির্মূল কর্মসুচী বিষয়ক অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ থেকে জলাতঙ্ক নির্মুলের লক্ষ্যে ব্যপকভাবে কুকুরের টিকাদান(এমডিভি) কার্যক্রম ২০২৩ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মেহেরপুরের গাংনীতে অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সভাকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা(ইউএইসএফপিও) সুপ্রভা রানীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী পৌরসভার মেয়র আহমেদ আলী।

জাতীয় জলাতঙ্ক নির্মূল কর্মসুচী,রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা,সিডিসি ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আয়োজিত অবহিতকরণ সভায় ডাক্তার মুক্তার আলী জলাতঙ্ক বিষয়ক সকল তথ্য তুলে ধরেন। সভায় মেডিকেল অফিসার ডা.সুমাইয়া ইসলাম, গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) মনোজিৎ কুমার নন্দি,গাংনী উপজেলার সকল ইউনিয়নের চেয়ারম্যানবৃন্দ,উপজেলা স্বাস্থ্য পরিদর্শক,স্বাস্থ্য সহকারিগন উপস্থিত ছিলেন।

এসময় বক্তারা বলেন,জলাতঙ্ক একটি ভয়ংকর মরণব্যাধি,এরোগে মৃত্যুর হার শতভাগ। পৃথিবীতে কোথাও কোথাও প্রতি ১০ মিনিটে একজন এবং প্রতি বছেও প্রায় ৫৯ হাজার মানুষ জলাতঙাক মারা যায়। এ রোগ মুলত কুকুরের কামড় বা আঁচড়ের মাধ্যমে ছড়ায়। এছাড়াও বিড়াল,শিয়াল,বেজি, বানরের আঁচড়ের মাধ্যমেও এ রোগ হতে পারে।

বাংলাদেশে প্রতিবছরে ৫ থেকে ৬ লক্ষ মানুষ কুকুর,বিড়াল বা শিয়ালেন কামড় বা আঁচড়ের শিকার হয়ে থাকে। যাদের মধ্যে বেশিরভাগই শিশু। এছাড়াও প্রায় ২৫ হাজার গবাদি প্রাণী এ রোগের শিকার হয়ে থাকে। বাংলাদেশে ২০১০ সালের আগে প্রতি বছল প্রায় ২০০০ মানুষ জলাতঙ্ক আক্রান্ত হয়ে মারা যেত। এবং একটি উল্লেখযোগ্য গবাদী প্রাণী এ রোগে আক্রান্তে শিকার হয়ে থাকে।

২০১৬ সালের মধ্যে জলাতংক রোগে আক্রান্ত হয়ে রোগীর সংখ্যা শতকরা

৯০ ভাগ কমিয়ে আনা এবং ২০২২ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে জলাতঙ্ক মুক্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বকর্মসুচী বাস্তবায়ন চলছে। এরই অর্শ হিসিবে বাংলাদেশের সকল মোট ৬৭টি জলাতঙ্ক নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। এসব কেন্দ্র থেকে কুকুরের কামড়ে আক্রান্ত রোগীর আধুনিক ব্যবস্থাপনা এবং জলাতঙ্ক প্রকিরোধী টিাক বিনামূল্যে সরবরাহ করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্য বিভাগের এক তথ্যে জানাগেছে,২০১০ সাল থেকে ২০১২ ইং সাল পর্যন্ত সারাদেশে জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত রোগী আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২১৪৭ থেকে ১৪৪৫ এ নেমে এসছে। এবং এ সংক্রমক ব্যাধি হাসপাতালেও এ রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যঅ পুর্বেও তুলনায় প্রায় ৬০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। চলমান এসকল কার্যক্রমের পাশাপাশি কুকুরের কামড়ের আধুনিক ব্যবস্থাপনা চালু রেখে ব্যপক হােও কুকুরের টিকাদান কর্মসূচীর মাধ্যমে দেশের সকল কুকুরকে ৩ রাউন্ড টিকা প্রদান করা গলে জলাতঙ্ক নির্মূল করার লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে।

মেহেরপুরের ৩ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভিন্ন আদলের শহীদ মিনার

একই আকৃতির শহীদ মিনার নির্মাণে উচ্চ আদালতের রুল থাকলেও মেহেরপুরের তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রয়েছে ভিন্ন আদলের শহীদ মিনার। দেখতে নান্দনিক হলেও সেগুলো ভেঙে ফেলার নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নতুন শহীদ মিনারের বরাদ্দ না পাওয়ায় সেগুলো ভাঙছে না প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ।

মাতৃভাষা রক্ষার দাবিতে প্রাণ দেওয়া শহীদদের স্মরণে দেশে স্থাপিত শহীদ মিনারগুলো একেক স্থানে একেক কাঠামোর। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের যে কাঠামো তার সঙ্গে অনেকগুলোর মিল নেই। বিভিন্ন কাঠামোর এসব স্থাপনা সম্পর্কে অনেকের প্রশ্ন এগুলো কি আদতে শহীদ মিনার? অনেক বছর ধরে বিষয়টি নিয়ে সমালোচনা চললেও পরিস্থিতি পাল্টায়নি।

এ অবস্থায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের কাঠামো, নকশা অনুসরণ করে দেশে-বিদেশে একই আদলে শহীদ মিনার নির্মাণে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে গত বছরের ১৪ জুন হাইকোর্ট রুল জারি করেন। কিন্তু বিবাদীদের কাছ থেকে কোনো জবাব আসেনি। আর সুপ্রিম কোর্টের যে আইনজীবীর রিটে আদালত রুল জারি করেছিলেন, সে আইনজীবীও রুলের জবাব না আসার বিষয়টি আদালতের নজরে আনেননি। ফলে রুল জারির মধ্যেই আটকে আছে রিটটির কার্যকারিতা।

এ বিষয়ে গত বছর ২৪ ফেব্রুয়ারি হাইকোর্টে রিট করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. শহিদুল ইসলাম। প্রাথমিক শুনানির পর বিচারপতি জে বি এম হাসান ও বিচারপতি রাজিক-আল-জলিলের বেঞ্চ রুল দেন। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের কাঠামো, নকশা অনুসরণ করে দেশে-বিদেশে একই আদলে শহীদ মিনার নির্মাণে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, জানতে চাওয়া হয় রুলে। সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের কাঠামো অনুসরণ করে দেশ-বিদেশে একই ধরনের শহীদ মিনার নির্মাণে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নে নিষ্ক্রিয়তা কেন আইনগত কর্তৃত্ববহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না, তাও জানতে চাওয়া হয় রুলে। সংস্কৃতিসচিব এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত সচিবকে ওই রুলের জবাব দিতে বলা হয়।

এদিকে মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, মেহেরপুর শহরের কবী নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলে ১৯৬৭ সালে পিলারের মত প্যাচানো একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয়। জেলা শিক্ষা অফিস থেকে সেটি ভেঙে ফেলার জন্য মৌখিক নির্দেশনা দিলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভাঙতে পারছে না। নতুন শহীদ মিনার নির্মাণের জন্য জেলা পরিষদে আবেদন করেছেন। এখনো সে বরাদ্দ পাননি।

গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজে রয়েছে স্মৃতিসৌধ আকৃতির নান্দনিক শহীদ মিনার। এছাড়া গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রয়েছে একই আকৃতির শহীদ মিনার।

মেহেরপুর কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলের সহকারী প্রধান শিক্ষক এনামুল হক বলেন, ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনারটি নির্মাণ করা হয়েছে। শিক্ষা অফিস থেকে ভেঙে একই আদলের শহীদ মিনার নির্মাণের মৌখিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু স্থানীয়রা কোন বাঁধা হবে কি না সেই চিন্তাই সেটি ভাঙতে পারিনি। তবে নতুন করে শহীদ মিনারের জন্য জেলা পরিষদে আবেদন করা হয়েছে। বরাদ্দ পেলে ওটা ভেঙে শহীদ মিনার নির্মাণ করা হবে।

জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসান আল নুরানী বলেন, মেহেরপুর শহীদ সামসুজ্জোহা পার্কে শহীদ মিনার দেখে তার আদলে ২০০৮ সালের দিকে স্কুলের টাকা দিয়ে এটি নির্মাণ করা হয়েছে। পরে সরকারি ভাবে একই আদলের শহীদ মিনারের নির্দেশনা আসে। নতুন করে আবেদন করা হয়েছে। সরকারি বরাদ্দ পেলে একই আদালতের শহীদ মিনার নির্মাণ করা হবে।

মেহেরপুর জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মাহফুজুল হোসেন বলেন, সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী একই আদলে শহীদ মিনার নির্মাণ করার পরিপত্র সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনেক আগেই দেওয়া হয়েছে। যারা বিকৃত ডিজাইনের শহীদ মিনার নির্মাণ করেছেন সেগুলো পরিদর্শন করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীতে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ

গাংনী সাহারবাটিতে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। পাথর, বালু ও রডের মান নিম্ন। তাছাড়াও পাথর বালুর মিশ্রণ সঠিক নয়। এ সব অনিয়মের কারণে মেহেরপুর-২ গাংনী আসনের এমপি সাহিদুজ্জামান নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দিলেও ছায়াশক্তির বলে নির্মাণকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান। তবে সঠিকভাবে ও সমঝোতার মাধ্যমে কাজ শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের লোকজন।

জানাগেছে, সারা দেশের ন্যায় স্থানীয় যুবসমাজকে খেলামুখি করতে ও জনগনের দাবীর মুখে সরকার সাহারবাটি ফুলবল মাঠে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম তৈরীর সিদ্ধান্ত নেয়। উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্পের( ২য় পর্যায়) আওতায় মোট পাঁচ কোটি ৫২ লাখ ২২ হাজার ৯৯৯ টাকা ব্যায়ে এ নির্মাণ কাজ পান ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স এসএস অ্যান্ড এমটি জয়েন্ট ভেন্সার ( জেভি) । যা বাস্তবায়নে রয়েছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের জাতীয় ক্রীড়া

ব্যাপারে তিনি কোন সদুত্তর দিতে পারেন নি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ভারপ্রাপ্ত) রনি খাতুন জানান, স্টেডিয়াম নির্মানে কোন দুর্ণীতি সহ্য করা হবে না। সরেজমিনে গিয়ে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দেন তিনি।

বন্ধ কাজ পুনরায় শুরু করার ব্যাপারে সাহিদুজ্জামান খোকন এমপির কাছে জানতে চাইলে তিনি জানান, নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ শুরুর কারণে কাজ বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান পাথর ও বালু পরিবর্তন করা হয়েছে বলে জানানোর পর কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে। তবে যেহেতু রড গেঁথে তার কাজ শুরু করা হয়েছে সেটি পরিবর্তন সহজ নয় এবং পরে উন্নত মানের রড ব্যবহারের শর্ত দেয়া হয়েছে।

দৌলতপুরে প্রাগপুরে হেম আশ্রম লালন সঙ্গীত শুনলেন তুরস্কের রাষ্ট্রদূত

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার প্রাগপুর হেম আশ্রম পরিদর্শন করলেন এবং লালন সঙ্গীত শুনলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত হিজ এক্সসিলেন মিস্টার মুস্তফা উসমান তুরান।

আজ রবিবার দুপুরে প্রাগপুর হেম আশ্রম পরিদর্শন করেন তিনি। এসময় তাকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়।
বাংলাদেশে বসবাসরত ফরাসি নাগরিক ও লালন সাধক দেবোরাহ কিউকারম্যান জান্নাতের আমন্ত্রণে মোস্তফা ওসমান তুরান হেম আশ্রম পরিদর্শন করেন। প্রবীণ বাউল ফকির নহির শাহ এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা।

তুরস্কের রাষ্ট্রদূত আশ্রমে সাধু ভক্তদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং সেখানে একটি বৃক্ষ রোপণ করেন। এরপর বিকেলের দিকে ঢাকার উদ্দেশে দৌলতপুর ত্যাগ করেন।

এদিন বেলা ১১টার দিকে হেলিকাপ্টার যোগে দৌলতপুর উপজেলার মথুরাপুর ইউনিয়নের মথুরাপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় চত্বরে নামেন তিনি।

এসময় তাকে দৌলতপুর উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট এজাজ আহম্মেদ মামুন,উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আব্দুল জব্বার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবু রাসেল রাষ্ট্রদূতকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

হেম আশ্রমের প্রতষ্ঠাতা ফকির নহির শাহ জানান, লালন সাধক দেবোরাহ কিউকারম্যান জান্নাতের আমন্ত্রণে মোস্তফা ওসমান তুরান হেম আশ্রম পরিদর্শন করেন। এসময় আশ্রমে সাধু ভক্তদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। আমরা লালন সঙ্গীত শুনিয়েছি। পরে আশ্রমে একটি আমের গাছ রোপন করেন তিনি (রাষ্ট্রদুত)।

মরমি সাধক ফকির লালন শাহকে নিয়ে গবেষণার জন্য সুদূর ফ্রান্স থেকে ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথম গবেষণার কাজে বাংলাদেশে আসেন দেবোরা কিউকারম্যান। সাধুসঙ্গে এসে লালন দর্শনের প্রেমে পড়ে যান এই নারী। তারপর আর দেশে ফিরে যাননি। এরপর প্রখ্যাত বাউল ফকির নহির শাহের শিষ্য হন।

অবিবাহিত দেবোরা গুরুর আস্তানায় বসবাসকারী নহির শাহের আরেক শিষ্য রাজনকে বিয়ে করেন। এখনো গুরুর কাছে আত্মিক শান্তি ও সৃষ্টি রহস্য খুঁজতে দীক্ষা নিচ্ছেন। ফকির লালন শাহকে যতই জেনেছেন ততই তার প্রেমে পড়েছেন তিনি। বেড়েছে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রেমবোধ। বর্তমানে কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে বসবাস করছেন তিনি। মাঝে মাঝে ফ্রান্সে ঘুরতে যান। নাম বদল করে হয়েছেন দেবোরা জান্নাত।

উল্লেখ্য, ফকির নহির শাহ বাংলাদেশের একজন প্রবীণ সাধক ও লালনভক্ত। লালন সাঁইজির সঙ্গে তাঁর উত্তরাধিকার সম্পর্ক–লতিকার পর্যায়ক্রমটা এই রকম: ফকির লালন শাহ, ভোলাই শাহ, কোকিল শাহ, লবান শাহ ওরফে আব্দুর রব শাহ, তারপরই ফকির নহির শাহ। আব্দুর রব শাহর প্রধান খলিফা ফকির নহির একাধারে আধ্যাত্মিক গুরু, ভাবসংগীতের শিক্ষক এবং সংগীত সংগ্রাহক।

১৯৭১ সালে ফকির নহির শাহ দেশের প্রয়োজনে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। ১৯৭৪ সালে গুরুবাক্য গ্রহণ করেন এবং ১৯৯৪ সালে খেলাফতপ্রাপ্ত হয়ে

কুষ্টিয়ার প্রাগপুরে ‘হেম আশ্রম’ প্রতিষ্ঠা করে আধ্যাত্মিক সাধনায় মগ্ন হন।

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে জনপ্রশাসন এবং যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর পুষ্পস্তবক অর্পণ

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন এমপি এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল এমপি।

মেহেরপুর সদর উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি ষ্টেডিয়ামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন সম্পূর্ণ করে,শনিবার বিকেলে মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল এমপি কে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য এবং বাংলাদেশের মানচিত্র ঘুরে দেখান মেহেরপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন এমপি।

মুজিবনগর পরিদর্শন শেষে মুজিবনগর মেহেরপুর প্রধান সড়কের পাশে গৌরিনগর খেলার মাঠে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের লক্ষ্যে স্থান পরিদর্শন করেন প্রতিমন্ত্রীদ্বয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড.মোহাম্মদ মনসুর আলম খান, পুলিশ সুপার রাফিউল আলম, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম,জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালক কে এম জাহিদ হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস, মুজিবনগর থানায় অফিসার ইনচার্জ মেহেদী রাসেল, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা,উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিবউদ্দীন।

মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয় বিল পাস

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের কোনো উদ্ভাবন, মেধাস্বত্ব আবিষ্কার এবং বাণিজ্যিকভাবে বাজারজাতে সহযোগিতা করার বিধান রেখে ‘মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয়, মেহেরপুর বিল ২০২৩’ পাস করেছে জাতীয় সংসদ।

স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে জাতীয় সংসদের ২১তম অধিবেশনে আজ সংসদীয় কমিটির সুপারিশকৃত আকারে বিলটি পাস হয়। বিলটি পাস করার প্রস্তাব করেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। এর আগে বিলটির ওপর জনমত যাচাই, বাছাই কমিটিতে প্রেরণ ও সংশোধনী প্রস্তাবগুলো কণ্ঠভোটে নাকচ হয়ে যায়।

বিলে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন আদেশ-১৯৭৩ এর বিধানাবলি পরিপালন করতে হবে। রাষ্ট্রপতি হবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য। আচার্য নির্ধারিত শর্তে স্বনামধন্য একজন শিক্ষাবিদকে চার বছরের জন্য উপাচার্য পদে নিয়োগ করবেন। কোন ব্যক্তি একাধিক্রমে বা অন্য কোনোভাবে উপাচার্য হিসেবে দুই মেয়াদের বেশি সময়ের জন্য নিয়োগ লাভের যোগ্য হবেন না। আচার্য যে কোন সময় উপাচার্যের নিয়োগ বাতিল করতে পারবেন।

বিলে সংসদীয় কমিটির সুপারিশ মোতাবেক ২-এর (২২) অনুচ্ছেদ যুক্ত করে বলা হয়েছে, প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ‘বিজনেস ইনকিউবেটর’ স্থাপন করতে পারবে। “বিজনেস ইনকিউবেটর” অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্থাপিত বা পরিচালিত কোনো বিজনেস ইনকিউবেটর, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলবার লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে সকল সহযোগিতা প্রদান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বা শিক্ষার্থী কর্তৃক কোনো উদ্ভাবন, মেধাস্বত্ব আবিষ্কার বা প্রক্রিয়া, বাজারজাত এবং বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের জন্য সহযোগিতা প্রদান করিবে”। এছাড়া বিলে সংসদীয়

কমিটির সুপারিশ মোতাবেক ‘শৃঙ্খলা কমিটিকে যৌন হয়রানি, সহিংসতা, নিপীড়ন প্রতিরোধ ও প্রতিকারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের কাছে সুপারিশ’ করার সক্ষমতা যুক্ত করা হয়েছে।

বিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কর্মচারীদের চাকরির শর্তাবলী নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বেতনভোগী শিক্ষক ও কর্মচারী, সংসদ সদস্য বা স্থানীয় সরকারের কোন পদে নির্বাচিত হতে প্রার্থী হতে চাইলে ওই নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিলের আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি থেকে ইস্তফা দেবেন।

বিলের উদ্দেশ্য ও কারণ সংবলিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রসরমান বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ও সমতা অর্জন এবং আধুনিক জ্ঞানচর্চা ও পঠন-পাঠনের সুযোগ সৃষ্টি ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে মেহেরপুর জেলায় একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ এবং সম্প্রসারণ কার্যক্রমের অগ্রগতিকল্পে এবং এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস ইনকিউবেটর-এর মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি, কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই দেশকে উন্নত দেশে রূপান্তর করার লক্ষ্যে মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা অতীব প্রয়োজনীয় ও যুক্তিযুক্ত।

দামুড়হুদায় জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস পালিত

‘নিরাপদ খাদ্য ও সমৃদ্ধি জাতি, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার চাবিকাঠি ‘ এ উপপাদ্যকে সামনে রেখে দামুড়হুদায় জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস

পালিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় দামুড়হুদা কোষাঘাটা গ্রামে ওয়েভ ফাউন্ডেশনের মিশ্রখামার মিলনায়তনে নিরাপদ খাদ্য দিবস পালিত হয়। এ উপলক্ষে দামুড়হুদা উপজেলা শহরে এক শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় এবং শোভাযাত্রা শেষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ওয়েভ ফাউন্ডেশনের আয়োজনে পিকেএসএফের সহযোগীতায় ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক জহির রায়হানের সভাপতিত্বে ও ফাউন্ডেশনের কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ শওকত হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আলোচনা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা সজীব পাল, দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান মনির, ফাউন্ডেশনের অনুষ্ঠান উপদেষ্টা আব্দুস শুকুর, জ্যেষ্ঠ সমন্বয়কারী কামরুজ্জামান যুদ্ধ ও জিল্লুর রহমান, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক বখতিয়ার হোসেন বকুল।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, খাদ্যজনিত অসুস্থতা রোধ করতে খাদ্য নিরাপদ রাখা অপরিহার্য। মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহার করে কৃষক তার অজান্তেই সব্জি ও ফলমূল বিষাক্ত করে তুলছেন। সেটা সচেতনতার সঙ্গে দেখতে হবে যেনো ওগুলো মানুষ কিনে শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

আলোচনা শেষে কুইজ ও রচনা প্রতিযোগীতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

কোমর ভাঙলেও বিএনপির ষড়যন্ত্র থেমে নেই : তথ্যমন্ত্রী

তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, ‘সরকারকে ধাক্কা মারতে গিয়ে বিএনপির যে কোমর ভেঙ্গে গেছে, তাদের বর্তমান কর্মকান্ডের মাধ্যমেই তার পরিস্ফুটন হয়েছে। কিন্তু বিএনপির ষড়যন্ত্র থেমে নেই। তাদের ষড়যন্ত্র সবসময় ছিল, এখনও আছে।’

বৃহস্পতিবার দুপুরে সচিবালয়ে তথ্য অধিদফতর সম্মেলন কক্ষে ‘উন্নয়নের নব দিগন্ত’ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন তিনি। প্রধান তথ্য অফিসার মো. শাহেনুর মিয়া, সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার মুন্সী জালাল উদ্দীন, সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার খালেদা বেগম প্রমুখ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

গত ডিসেম্বরের পর বিএনপির কর্মচাঞ্চল্য নেই -এ নিয়ে প্রশ্নের জবাবে ড. হাছান বলেন, ‘বিএনপি বলেছিল ডিসেম্বর মাসেই সরকারকে বিদায় করে দেবে, সরকারকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে। কিন্তু সরকারকে ধাক্কা দিতে গিয়ে তারা নিজেরাই পড়ে গেছে। এরপর থেকে তারা এখন হাঁটা শুরু করেছে। বিএনপি অনুধাবন করতে পেরেছে যে, সরকারকে ধাক্কা মারলে লাভ হয় না; সরকারের ভিত, আওয়ামী লীগের ভিত অনেক গভীরে প্রোথিত। আশা করবো বিএনপি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যেই থাকবে, গণতন্ত্রের পথেই হাঁটবে।’

সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপি ২০০৮ সালে নির্বাচনে ২৯টি আসন পেয়েছিল, পরে উপনির্বাচনে ৩০টি অতিক্রম করেছে। ২০১৪ সালে নির্বাচন বর্জন করেছিল। ২০১৮ সালে ৬টি আসন পেয়েছিল। আগামী নির্বাচনেও তাদের সম্ভাবনা যে নাই সেটি তারা জানে, জানে বলেই তারা নির্বাচন নিয়ে, নির্বাচনকে বিতর্কিত করার জন্য, নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য এবং মানুষকে নির্বাচনবিমুখ করার জন্য নানা ধরণের কথাবার্তা বলছে।’

উকিল আব্দুস সাত্তারকে ধরে রাখতে না পারা বিএনপির ব্যর্থতা
উকিল আব্দুস সাত্তারকে ধরে রাখতে না পারাকে বিএনপির বড় ব্যর্থতা বলে মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান। বিএনপির মহাসচিবের মন্তব্য ‘মাগুরার নির্বাচনকেও হার মানিয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নির্বাচন’ এ নিয়ে প্রশ্নে মন্ত্রী হাছান বলেন, ‘সেখানে যেহেতু আওয়ামী লীগের কোনো প্রার্থী ছিল না, সেহেতু আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থকরা যে কাউকেই পছন্দ করতে পারে। সেটি তাদের নিজস্ব ব্যাপার। সেখানে কারো জন্য কাজ করার দলীয় কোনো নির্দেশনা ছিল না। যে যার পছন্দ মতো প্রার্থীর পক্ষে কাজ করেছে। আর ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসনে আমরা প্রার্থী দেইনি সুতরাং সেখানে উকিল আব্দুস সাত্তার সাহেবকে বিএনপি ধরে রাখতে পারেনি, এটা তো বিএনপিরই বড় ব্যর্থতা।’

পয়লা ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ৬ আসনের উপনির্বাচন নিয়ে তথ্যমন্ত্রী

বলেন, ‘আমরা মাত্র ৩টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিলাম এবং সেই সব আসনে আমাদের প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে জয়লাভ করেছে এবং নির্বাচন অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুন্দর হয়েছে। উপনির্বাচনে সবসময় ভোটার উপস্থিতি কম থাকে। যেখানে এক বছরের কম সময়ের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন হবে, সেই বিবেচনায় এই উপনির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি খুব কম নয় এবং অত্যন্ত সুষ্ঠু, সুন্দরভাবে নির্বাচন হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪০ শতাংশ মানুষ ভোটার হয় না। আবার যারা ভোটার হয় সেখান থেকে অর্ধেক উপস্থিত হয়। সার্বিকভাবে ২৫ শতাংশ ভোট পড়ে সেখানে। সে হিসেবে যেহেতু উপনির্বাচনে এক বছরে কম সময়ের জন্য এমপি নির্বাচিত হবে, সে হিসেবে ভালো হয়েছে।’

‘উন্নয়নের নব দিগন্ত’ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন
এর আগে সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের ওপর ৪৫টি ফিচারের সংকলন নিয়ে তথ্য অধিদফতর প্রকাশিত ‘উন্নয়নের নব দিগন্ত’ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। প্রধান তথ্য অফিসার মো. শাহেনুর মিয়া, সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার মুন্সী জালাল উদ্দীন এতে অংশ নেন।এ সময় মন্ত্রী বলেন, ‘ভাষার মাস ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় দিনে ‘উন্নয়নের নব দিগন্ত’ বইটি প্রকাশ করার জন্য আমি তথ্য অধিদফতরকে ধন্যবাদ জানাই। গত ১৪ বছরে আমাদের দেশের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। আমরা এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি বিধায় আমাদের কাছে পরিবর্তনটা এতো বেশি অনুভূত হয় না। একটু পেছনে ফিরে তাকালে অনুধাবন করতে পারি- আমরা কোথায় ছিলাম এখন কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি।’

হাছান মাহমুদ বলেন, ‘বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আজ থেকে ১৪ বছর আগে ছিলো ৪০ শতাংশ মানুষ আর আজকে শতভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। ১৪ বছর আগে ৪১ শতাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করতো, এখন তা কমে ২০ শতাংশ এবং অতি দরিদ্র ১০ শতাংশ। ১৪ বছর আগে আমরা সব সূচকে পাকিস্তান থেকে পেছনে ছিলাম, ভারত থেকেও পেছনে ছিলাম। এখন সব সূচকে পাকিস্তানকে বেশ আগেই অতিক্রম করেছি, বেশিরভাগ সূচকে ভারতকেও অতিক্রম করেছি। ১৪ বছর আগে আমরা পৃথিবীর ৬০তম অর্থনীতির দেশ ছিলাম, এখন আমরা ৩৫তম। আমরা অর্থনীতির আকারে মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুরকেও পেছনে ফেলেছি। বাংলাদেশ এখন একটি মর্যাদাশীল রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমালোচনা, আলোচনার মধ্যেও দেশ যে এগিয়ে যাচ্ছে সেই বিষয়টি মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্যে আমি গণমাধ্যমের প্রতি আহ্বান জানাই।’